উৎসঃ দৈনিক জনকণ্ঠ
১৬ ডিসেম্বর ২০০৯
বুধবার
পৃষ্ঠা- ১৫

East West University LIBRARY 43, Mohakhali, C/A

এবারের বিজয় দিবস : স্বস্তি, আনন্দ ও প্রত্যাশার

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

বিজয়ের মাসে বাঙালী হৃদয় এমনিতেই শত দুঃখে ও আনন্দে উদ্বেল থাকে। এক শ' নব্বই বছরের ব্রিটিশ গোলামীর জিঞ্জির আর তেইশ বছরের বর্বর (না)পাক বাহিনীর জবর দখল করা উপনিবেশীয় শাসন থেকে মুক্তির মাসে মন চনমন করতেই পারে। তার ওপর এ মাসেই থাকে বাংলার সোনার মাস অগ্রায়ণ, কিষান কিষানীর সারাবছর ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উৎপন্ন করা নবান্নের জন্য সোনালী ফসল ঘরে ওঠানোর লগ্ন। সব কিছু ছাড়িয়ে ২০০৯ সালের বিজয় দিবস একটি অসামান্য তাৎপর্যবহ প্রেক্ষিত নিয়ে এসেছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু। জাতির জনক। এই মহান নেতার ঘৃণিত হত্যাকারীদের অন্তত কয়েকজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবার সুস্পষ্ট আলামতের কিরণে এবারের বিজয় দিবস তাই অতুলনীয়। যিনি নির্যাতিত, অপমানিত, পথভ্রষ্ট, ঠিকানা হারানো, আত্মপরিচয় বিস্মৃত এবং বহু শতাব্দীর পরাধীনতার শৃঙ্খলে শোষিত বাঙালীর জীবনমৃত দশাকে রূপান্তর করলেন, স্বাধীন, সার্বভৌম, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন দেশের গর্বিত নাগরিক হিসেবে তার হত্যাকারীদের ফাঁসি হবে এই বাংলার মাটিতেই--অনাবিল আনন্দ ও নির্মল উল্লাস করার মতোই ঘটনা। প্রশংসা করতে হয় শেখ মুজিবের হাতে পুনর্জন্ম লাভে ধন্য বাঙালী জাতির চৌত্রিশ বছরের উৎকণ্ঠার কণ্টকে আকীর্ণ প্রতীক্ষার। অভিনন্দন জানাতে হয় দেশের বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও বিচক্ষণতা প্রজ্ঞাকে। সান্নহ শ্রদ্ধা জানাতে হয় জীবন-বাজী রেখে আদালতে ১৯৯৭ সনে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা রুজুকারী এ এফ মোহিতুল ইসলামকে। এই মামলাটি করার 'অপরাধে' মোহিতকে রুজিরুটির একমাত্র অবলম্বন চাকরি হারানো ছাড়াও অত্যাচারের অপমানের আর যে কোন মুহূর্তে মৃত্যুর হুমকি নিয়ে বাঁচতে হয়েছে সাতটি বছর; একজন নীরব সাক্ষী হিসেবে তাই আমি তাঁর প্রতি হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা জানাই। তবে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সাধুবাদ দিতে হয় ১৯৯৬-২০০১ সময়কালের এবং বর্তমানের সরকারপ্রধান শেখ হাসিনার পিতা-মাতা-ভাই-স্বজন সর্বস্ব হারানোর বিক্ষুব্ধ মন থাকা সত্ত্বেও অসাধারণ ধীশক্তি ও বিজ্ঞতাপ্রসূত সিদ্ধান্ত : কোন বিশেষ ব্যবস্থায় তড়িৎগতি বিচারের পরিবর্তে 'ল অব দ্য ল্যান্ড'-এর দীর্ঘ হোঁচট খাওয়া পথে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার করা। প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির আস্থার স্থল একমাত্র এটিই। আশা করা যায়, যুদ্ধাপরাধীদের বহু প্রতীক্ষিত ও বিচারকার্য বিলম্বে হলেও শুরু হবে শীঘ্রই, খুলে যাবে কলঙ্কতিলক মোচনের আর একটি দুয়ার। বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বিচার সম্পন্ন হলে জাতি একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে অবশ্যই। তবে এতে দায়মুক্তির রাস্তায় চলা শুরু হবে মাত্র। অবশ্যই খুলে যাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিত, যা হতে পারে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি স্তম্ভসম অবকাঠামো। সকলেরই মনে রাখা প্রয়োজন বঙ্গবন্ধু তাঁর আজন্মের সংগ্রাম ও সাধনার লক্ষ্য হিসাবে 'দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো'কেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। সে কারণেই একাত্তরের সাতই মার্চে রেসকোর্সে বিশালতম জনসমুদ্রের উদ্দেশে স্বাধীনতা ঘোষণা তথা সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চিরঞ্জীব রাজনৈতিক কবিতায় বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। মুক্তি বলতে যে তিনি আপামর জনসাধারণের অর্থনৈতিক অগ্রসরতা ও দারিদ্র্য নির্মূলের কথাই ব্যক্ত করেছিলেন তা বলাই বাহুল্য। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির মাপজোক নেয়া মাথাপিছু আয় মার্কিন ডলারের হিসেবে ১৯৭২ সালের ১৮০ থেকে ২০০৯ সালে ৬০০ হয়েছে। কিন্তু এ সময় আয় বৈষম্য বেড়েছে আশঙ্কাজনকভাবে। নিম্নমান আয়ের শতকরা দশ ভাগ লোকের কাছে আছে দেশের আয়সম্পদের মাত্র একভাগ। আর ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আয় বৈষম্যের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত গিনি সহগের পরিমাণ ১৯৭২ সালের ০.২৭ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে এখন দাঁড়িয়েছে ০.৪৯-এ এবং এর গতি উর্ধমুখী। গিনি সহগের পরিমাণ শূন্য হয় বৈষম্যহীন সমাজে আর একটি সম্পূর্ণ বৈষম্যপূর্ণ রাষ্ট্রে এটি দাঁড়ায় ১-এ। দেশের অঞ্চলভিত্তিক আয়রোজগার, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষার সুযোগ এবং অন্যান্য বিষয়ের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, নদীভাঙ্গন ও মানুষের সৃষ্ট প্রতিকূলতায় প্রতিদিন বহু মানুষ সর্বস্বান্ত বিপর্যস্ত অবস্থায় বাস্তুচ্যুত ও সহায় সম্বলহীন হযে পড়ছে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় আড়াই হাজার ছিন্নমূল মানুষ জীবন ও জীবিকার সন্ধানে ঢাকা শহরে আসে। আবার একদিনেই ঢাকার বিত্তবানেরা গড়ে দেড়শ'টি বিদেশী গাড়ি আমদানি করে থাকেন। বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ছিল পাঁচ কোটি বা তারও কিছু কম, এখন সে সংখ্যা সাড়ে ছয় কোটি। এ অবস্থাও চলতে দেয়া যেতে পারে না। তাই বাংলাদেশের মানুষ ও সরকারের সামনে সর্বাগ্রে দারিদ্র্য নির্মূল ও টেকসই মানব উন্নয়নে সর্বশক্তি নিয়োগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ২০০০ সালে তদানীন্তন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ বিশ্বের ১৮৭টি দেশের সরকার বা